বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, বিয়াল্লিশতম খণ্ড, শীত সংখ্যা, পৌষ ১৪৩১/ডিসেম্বর ২০২৪

শিশুদের অঙ্কন বিশ্লেষণ : বোধ ও সৃজনশীলতার পারস্পরিক সম্পর্ক অন্বেষণ

জেনিফার জাহান*

সারসংক্ষেপ

চিত্রাঙ্কন অভাষিক যোগাযোগের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম যা শিশুদের জন্য আকর্ষণীয়, আনন্দদায়ক এবং উপভোগ্য বিষয়। শিশুদের অঙ্কন বিশ্লেষণ তাই একটি কৌতূহলোদ্দীপক ও গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞানক্ষেত্র যা একইসাথে তাদের বোধ, মনস্তত্ত্ব এবং সৃজনশীলতা বিকাশের অনন্য দিকগুলো উপস্থাপন করতে পারে। একটি শিশু কীভাবে অঙ্কিত ছবির মাধ্যমে তার বিশ্বকে অনুধাবন এবং মৌখিক ভাষা ব্যবহার না করে তা উপস্থাপন করে, জানতে হলে অঙ্কিত ছবি বিশ্লেষণ হতে পারে একটি চমৎকার মাধ্যম। বর্তমান প্রবন্ধে গুণগত পদ্ধতি ব্যবহার করে ২-১৩ বছর বয়সী শিশুদের আঁকা বিভিন্ন বৈচিত্র্যপূর্ণ ছবি প্রত্যক্ষণ ও বিশ্লেষণ করে তাদের ভাষা, অস্ফুট চিন্তা-চেতনা, বোধ এবং সৃজনশীলতার স্বরূপ তুলে ধরার চেষ্টা করা হবে। শিশুর অভাষিক সক্ষমতা কীভাবে বোধগত প্রক্রিয়াগুলোকে আকার দিতে পারে বা তার বিপরীত– সেটা এ প্রবন্ধে অনুসন্ধান করা হবে। এই গবেষণার ফলাফল ভাষাবিজ্ঞানী, মনোবিজ্ঞানী এবং শিক্ষাবিদদের জন্য হতে পারে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাক্ষেত্র ও দিকনির্দেশক ।

চাবি শব্দ: শিশু, অঙ্কন, ভাষাবোধ, সৃজনশীলতা, অভাষিক দক্ষতা।

১. ভূমিকা

শিশুদের নতুন ধারণা বা দৃষ্টিভঙ্গি বোঝার জন্য অঙ্কন বিশ্লেষণ একটি গতিশীল মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। গবেষণায় দেখা গেছে, শিশুরা সহজাতভাবে খেলা, ছবি আঁকা এবং অন্যান্য মাধ্যমে তাদের প্রশ্নের সমাধান খোঁজে।[১] ১৯৯৪ সালে সম্পন্ন একটি গবেষণায় দেখা গেছে শিশুরা কথা বলা, লেখা, নড়াচড়া এবং শব্দের সাথে অঙ্কনকেও একীভূত করে এবং ছবি আঁকার সময় তাদের সৃজনশীলতা এবং কল্পনাশক্তি ব্যবহার করার ফলে তাদের বোধের বিকাশও ঘটে একই সাথে।[২] কাগজে আঁকা প্রথম বিচ্ছিন্ন দাগ এবং আকৃতিগুলো থেকে শুরু করে একটি পূর্ণাঙ্গ ছবি, সবকিছুতেই শিশুরা চেষ্টা করে তাদের অভিজ্ঞতা অনুসারে চারপাশের পৃথিবীকে উপস্থাপন করতে এবং কোনো অর্থ প্রকাশ করতে।[৩] বর্তমান গবেষণাতে তাই শিশুদের আঁকা ছবিকেই প্রাথমিক উপাত্ত হিসেবে গ্রহণ করে বিশ্লেষণ করে দেখা হয়েছে অভাষিক ছবির এবং শিশুদের মনস্তাত্ত্বিক বিকাশের পারস্পরিক সম্পর্ক।

১.১ শিশুদের অঙ্কন অধ্যয়ন

উনিশ শতকের শেষার্ধ থেকেই শিশুদের অঙ্কিত ছবি এবং এ বিষয়ক গবেষণা শিক্ষাবিদ এবং শিক্ষকদের আকৃষ্ট করেছে। তখন থেকেই শিক্ষা, শৈলী এবং চিকিৎসাজনিত কাজে ব্যবহৃত হয়ে আসছে এ জ্ঞান শাখাটি । তবে, লোয়েনফেল্ড সর্বপ্রথম শিশুদের শিল্প এবং শৈল্পিক অভিব্যক্তির

---

* সহযোগী অধ্যাপক, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মধ্যবর্তী সম্পর্ক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন; তিনি বিশ্বাস করতেন যে শিশুদের স্বাভাবিক বিকাশ তাদের সৃজনশীল বিকাশের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত।[৪]

লোয়েনফেল্ড এবং তার সহগবেষকদের মতে, শিশুরা কোনো একটি ছবি আঁকার উপকরণ ধরতে শেখা মাত্রই শুরু করে তাদের শিল্প যাত্রা। কাগজ, পেন্সিল বা রং তুলি তার কাছে হতে পারে সবচেয়ে প্রিয় অভিজ্ঞতা বা গভীর কোনো ভীতি প্রকাশের হাতিয়ার। তাঁরা আরও বলেন যে, ছবি আঁকার সময় যখন শিশুরা অন্যদের সাথে সংজ্ঞাপন করে তখন তাদের সামাজিক বিকাশও ঘটে যা শিশুদের সহযোগিতামূলক মনোভাব গড়ে তুলতে সাহায্য করে।[৫] লুইস, গ্রিন এবং চেম্বারস তাঁদের গবেষণায় দেখিয়েছেন যে শিশুরা তাদের কল্পনা এবং তাদের চিন্তা-অনুভূতির মাঝে সমন্বয় করতে পারে, তাই একটি অঙ্কিত ছবি বিশ্লেষণের মাধ্যমে শিশুদের মনে জমে থাকা অব্যক্ত অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ করা সম্ভব।[৬]

১.১.১. সংস্কৃতিভেদে শিশুদের অঙ্কন: শিশুদের অভিব্যক্তি প্রকাশ মূলত তার সহজাত প্রবৃত্তির অংশ। তারা খুব সতর্কতার সাথে রং, আকৃতি, রূপ, উপকরণ নির্বাচন করে তাদের ছবির জন্য। ১৯৭০ সালে রোদা কেলগ নামে একজন গবেষক শিশুদের অঙ্কিত ছবি নিয়ে গবেষণা করেন এবং বলেন যে তাদের অঙ্কনের মধ্যে সার্বজনীনতা আছে, ছবির রূপ কেবল দেশভেদে পরিবর্তিত হয়, কিন্তু শিশুদের হৃদয়ের রূপ একটি থাকে।[৭] তবে ব্রাউন (১৯৯২) বলেন যে সংস্কৃতিভেদে শিশুদের শুধু ছবির বিষয়বস্তুই নয়, ছবি আঁকার রীতি ও ধরনও ভিন্ন হয়; দেখা যায় যে, ভিন্ন ভিন্ন সাংস্কৃতিক রীতি-নীতি শিশুদের যেভাবে প্রভাবিত করে, তাই তার ছবিতে অভিব্যক্ত হয়।[৮] সোফি তার গবেষণায় ৩৫টি দেশের ২-১৫ বছর বয়সী বাচ্চাদের আঁকা পোর্ট্রেট বিশ্লেষণ করে মোট ১৩ ধরনের বৈচিত্র্যের সন্ধান পান এবং এ থেকে তারা নিশ্চিত হোন যে বয়স, লিঙ্গ, আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং সংস্কৃতির সাথে শিশুদের আঁকা ছবি সরাসরি সম্পর্কিত।[৯]

বাংলাভাষী শিশুদের চিত্রাঙ্কন বিশ্লেষণ বিষয়ক বাংলাদেশ ও ভারতীয় গবেষকদেরও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ পাওয়া যায়। প্রবন্ধগুলো লক্ষ করলে দেখা যায় যে, চিত্রাঙ্কনের সাথে জড়িত শিশুদের অভিজ্ঞতা, আবেগ, বোধ, মানসিকস্বাস্থ্য, আর্ট-থেরাপি ইত্যাদি বিষয় স্থান পেয়েছে। এছাড়াও শিশুদের অঙ্কনে সাংস্কৃতিক প্রতিবেশের প্রভাব অথবা লিঙ্গ ও আর্থসামাজিক অবস্থানের প্রতিফলনের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করা হয়েছে বিভিন্ন প্রবন্ধে। নাসিমা (২০১৭)[১০] এবং রুমা (২০১৮)[১১] তাঁদের প্রবন্ধে দেখিয়েছেন কীভাবে পারিবারিক কাঠামো ও মানসিকস্বাস্থ্য শিশুদের চিত্রাঙ্কনে প্রভাব ফেলে; সত্যব্রত (২০১৯)[১২] আলোচনা করেছেন শিশুদের ছবিতে সাংস্কৃতিক প্রতিফলন। সুপর্ণা (২০২০)[১৩] তুলে ধরেছেন, শিশুদের মানসিকস্বাস্থ্য বিকাশে আর্টথেরাপির ভূমিকা সম্পর্কে এবং অধ্যাপক ফারজানা একই সালে রচিত তাঁর প্রবন্ধে বাংলাদেশি শিক্ষাব্যবস্থায় শিশুদের অঙ্কনের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেছেন।[১৪] এই প্রবন্ধগুলোতে শিশুদের অঙ্কনকে একটি শিক্ষামূলক ও থেরাপির মাধ্যম হিসেবেও চিহ্নিত করা হয়েছে যা, তাদের মানসিক ও সৃজনশীল বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

উপর্যুক্ত বিষয়গুলো ছাড়াও বাঙালি শিশুদের অঙ্কনে মানসিক ট্রমা, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক প্রতিফলন, প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রভাব, লিঙ্গ ও আর্থসামাজিক বৈষম্যের প্রতিফলন, জাতীয় প্রতীক ও পরিচয়ের প্রতিফলন ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ এবং আকর্ষণীয় বিষয়নির্ভর বেশ কিছু গবেষণা প্রবন্ধ রয়েছে।

১.৩. গবেষণার উদ্দেশ্য

উল্লিখিত গবেষণাগুলোতে দেখা গেছে যে শিশুদের চিত্রাঙ্কন দক্ষতা বিকশিত হয় বিভিন্ন ধাপে এবং শিশুদের বোধ, মনোবিকাশ, মোটর-দক্ষতা (motor-skill) এমনকি সামাজিক মনস্তত্ত্বের বিকাশের সাথে এটি সরাসরি সম্পর্কিত। শিশুরা ব্যক্তিগত অভিব্যক্তি প্রকাশ করা ছাড়াও সংজ্ঞাপনের মাধ্যম হিসেবে চিত্রাঙ্কন বেছে নেয়; মুখে বলা সম্ভব হয় না যে কথাগুলো, শিশুরা চেষ্টা করে তা ছবিতে ফুটিয়ে তুলতে। বাক প্রকাশ এবং খেলাধুলার মতোই একটি শিশুর অব্যক্ত ভাষা, মনোভাব, মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা প্রকাশের ক্ষেত্রে মুখের ভাষা ব্যবহারের চেয়ে অঙ্কিত ছবি হয় বেশি কার্যকর।

এ কারণে শিশুদের অঙ্কন বিশ্লেষণ গবেষক, ভাষাবিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ বা মনোবিজ্ঞানীদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যয়ন ক্ষেত্র। বর্তমান প্রবন্ধে তাই শিশুদের আঁকা কিছু ছবি বিশ্লেষণ করে দেখানো হবে কীভাবে শিশু তার অভিজ্ঞতা, অব্যক্ত ভাষা এবং অভিব্যক্তির প্রতিফলন ঘটাতে পারে ছবির ভাষায়। এক্ষেত্রে মনে রাখা প্রয়োজন যে, শিশুদের কল্পিত ছবির কোন ভুল বা ত্রুটি হয় না কারণ, শিশুর নিজস্ব বিশ্ববীক্ষণেরই বহিঃপ্রকাশ তার আঁকা ছবি। বর্তমান গবেষণার লক্ষ্য তাই শিশুদের আঁকা ছবি বিশ্লেষণ করে এর সাথে জড়িয়ে থাকা শিশুর বোধ ও সৃজনশীলতার সম্মিলিত রূপ এবং ছবির ভাষায় সংজ্ঞাপিত শিশুর অভিব্যক্তি অনুসন্ধান।

২. গবেষণা পদ্ধতি

বর্তমান গবেষণায় ২-১৩ বছর বয়সী ১২টি বাঙালি শিশুকে তথ্যদাতা হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে এবং নির্বাচিত শিশুদের আঁকা ছবিই এ গবেষণার মূল উপাত্ত। শিশুদের অধিকাংশই ঢাকায় বসবাস করে, এছাড়া একজন শিশু সোনারগাঁ জেলা এবং আরেকজন শিশু মায়ের কর্মসূত্রে বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করছে। এক্ষেত্রে ছেলে এবং মেয়ে উভয় শ্রেণির ভিন্ন বয়সী শিশুকেই নির্বাচন করা হয়েছে, তবে নির্দিষ্ট করে 'লিঙ্গ বা বয়সভেদে বৈচিত্র্য' এ গবেষণায় বিশ্লেষণ করা হয়নি। এ বিষয়ে ভবিষ্যতে গবেষণার সুযোগ রয়েছে। তথ্যদাতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে 'স্নো বল স্যাম্পলিং' পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে, এটি একটি গুণগত পদ্ধতির সক্রিয় গবেষণা (action research) এবং এ গবেষণায় বিশ্লেষণের সুবিধার্থে ছবিগুলোকে ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যান্বিত করা হয়েছে যার ফলে ছবিগুলোকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করে সূক্ষ্মভাবে বর্ণনা করা সহজ হয়েছে।

বয়সভেদে তথ্য গ্রহণ প্রক্রিয়ায় ছিল ভিন্নতা, যেসব শিশু সম্পূর্ণরূপে কথা বলতে শেখেনি কিন্তু পেন্সিল ধরতে শিখেছে এবং কাগজে কেবল আঁকতে পারে আকৃতিহীন রেখা, তাদের ক্ষেত্রে সরাসরি প্রত্যক্ষণ করা হয়েছে যা থেকে শিশুদের চিন্তা পদ্ধতি, বাহ্যিক জগৎ সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি, আচরণ, অনুভূতি ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে ধারণা পাওয়া সম্ভব হয়েছে। অর্ধ-কাঠামোগত প্রশ্ন

ব্যবহার করে অভিভাবক এবং শিশুদের কাছ থেকে অঙ্কিত ছবির সাথে জড়িত বিষয়বস্তু, ছবির উদ্দেশ্য, অর্থায়ন প্রক্রিয়া (meaning making) ইত্যাদি তথ্য গ্রহণ করা হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্যগুলো পরবর্তীতে তুলনামূলকভাবেও বিশ্লেষণ করে দেখা হয়েছে যার মাধ্যমে শিশুদের অঙ্কিত ছবি ও তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্য, বৈসাদৃশ্যও নির্দেশ করা সম্ভব হয়েছে। ব্যক্তিগত তথ্য সম্পৃক্ত না করায় শিশুদের প্রকৃত নাম ব্যবহার করা হয়নি; তাছাড়াও সব ধরনের তথ্য, উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রেই অভিভাবককে জানানো হয়েছে এবং তাদের সময় বা অনান্য নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ করা হয়েছে।

৩. উপাত্ত উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ

বর্তমান প্রবন্ধে উপাত্ত হিসেবে **১২**টি ভিন্ন ভিন্ন বয়সের শিশুদের (২-১৩ বছর) আঁকা বিভিন্ন ছবি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। যা থেকে কয়েকটি নির্দিষ্ট ধারা নির্বাচন করা সম্ভব হয়েছে যার বিশ্লেষণ পরবর্তী উপাত্ত বিশ্লেষণ অংশে করা হয়েছে। নিচে কয়েকটি ধারায় অন্তর্ভুক্ত করে শিশুদের ছবি উপস্থাপন করা হলো–

ক। প্রাথমিক পর্যায় (রেখা ও রেখাচিত্র)

খ। অনুকরণ

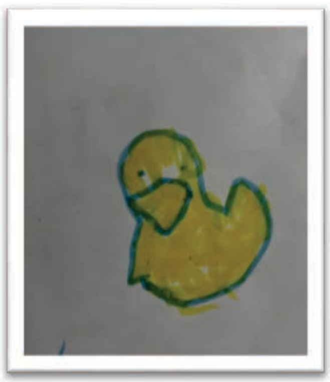

গ। আনন্দিত শিশু (অনেক রঙের ব্যবহার)

ঘ) মন খারাপ/ ভয়

ঙ) পরিবেশ ও প্রকৃতি (নিজের অভিজ্ঞতালব্ধ)

চ। কল্পনাশক্তির ব্যবহার (বিষয় সম্পর্কে পূর্ণ ধারণা)

ছ। অনেক বেশি সংগঠিত ও তীক্ষ্ণ কল্পনাশক্তির বহিঃপ্রকাশ

৩.১. উপাত্ত বিশ্লেষণ

অঙ্কন শিশুদের প্রাথমিক পর্যায়ে বিকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, শিশুরা যখন ছবি আঁকা ও রং করা শুরু করে তখন মূলত তাদের একটি বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক যাত্রার সূত্রপাত হয়। প্রথম ছবির মাধ্যমে শিশু প্রতীকী বস্তু আঁকতে শুরু করে যা পরবর্তীতে তাকে প্রতীক, চিহ্ন এবং ভাষার অঙ্কিত উপস্থাপনা করতে শেখায়।[১৫] ছবি শিশুকে তার অনুভূতি প্রকাশ করতে আগ্রহী করে তোলে ফলে, শিশুর কল্পিত জগৎ এবং বাহ্যিক পৃথিবীর মধ্যে যোগাযোগের ক্ষেত্রে একটি কার্যকরী মাধ্যম হতে পারে ছবি। লোয়েন ফিল্ড তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন যে প্রথম হিজিবিজি আঁকা বা 'স্ক্রিবল' পর্ব প্রায় ৩ বছর বয়স পর্যন্ত স্থায়ী হয় এবং এ সময় শিশু কেবল তার স্পৃশ্য দক্ষতা (kinesthetic skills) প্রকাশ করতে পারে যেখানে প্রত্যক্ষ করা পৃথিবী উপস্থাপনের কোনো সম্ভাবনা থাকে না এবং এর পরবর্তী পর্যায়েই দেখা যায় শিশু তার আঁকা এই হিজিবিজি দাগগুলোকেই নাম দিতে শুরু করে।[১৬] প্রাপ্ত উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে শিশু তার ছবিতে মনের ভাব অথবা বাহ্যিক জগৎটাকে সে যেভাবে লক্ষ করে ঠিক সেভাবেই উপস্থাপন করতে চেষ্টা করে এবং প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ে অঙ্কিত ছবিগুলোও এর ব্যতিক্রম নয়। প্রথমত (১.৫-২.৫/৩ বছর) কিছু বিচ্ছিন্ন রেখা উপস্থাপিত হলেও পরবর্তীকালে রেখাচিত্রগুলোতেও রং, রঙের মাধ্যম, ধরন, বিভিন্ন বস্তুর বিন্যাস সবই একটি শিশু পরিকল্পিতভাবেই উপস্থাপন করে । উপাত্ত ক-তে দেখা যায় পরিকল্পনাবিহীন এবং পরিকল্পিত কয়েকটি রেখাচিত্র; যেমন: শিশু একটি কাগজে দেওয়া কিছু বিক্ষিপ্ত দাগের ব্যাখ্যা হিসেবে বলেছে যে অনেকগুলো মানুষ দাঁড়িয়ে আছে, আবার নীল রঙের ছবিটিতে শিশুটি রাক্ষস এঁকেছে যা সে টিভিতে প্রচারিত কোনো কার্টুনে দেখেছে (৩.৫-৪.৫ বছর বয়সের মধ্যে)। আবার, কাঠি বা রেখাচিত্রের মাধ্যমে ললিপপ, গাড়ি বা ফুলও বোঝাতে চেষ্টা করেছে শিশুরা।

দেখা গেছে কোনো কোনো শিশু বড় কাগজের মধ্যে ছোট ছোট ছবি আঁকে আবার অন্য শিশু সম্পূর্ণ কাগজটি ব্যবহার করে বড় আকারে তার ছবিটি ফুটিয়ে তোলে। আবার একই ছবি (যেমন: কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার) একাধিক শিশু একেকভাবে এঁকেছে (একইসাথে ছবিমালা- ঙ দ্রষ্টব্য)।

একটি ছবিতে শহিদ মিনারের পাশে ভাষার মর্যাদা বোঝাতে বর্ণমালা দিয়ে একটি গাছ আঁকা হয়েছে; লক্ষণীয় যে, বিভিন্ন গাছে শোলা (styrofoam) দিয়ে তৈরি বর্ণমালা দিয়ে একুশে ফেব্রুয়ারিতে সাজানো হয়, শিশু সেটি উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছে। ফুল দিয়ে সজ্জিত শহিদ মিনারটি এভাবে শিশুটি লক্ষ করেছিলো যখন সে স্কুল থেকে ফুল দিতে গিয়ে দেখেছিলো, একুশে ফেব্রুয়ারিতে ফুলেল অর্ঘ নিবেদনের ধারণাটি সে এখানে উপস্থাপন করেছে। অন্য ছবিটিতে একুশে ফেব্রুয়ারি ছাড়া বছরের বাকি সময় যেভাবে শহিদ মিনার দেখা হয়, তার প্রতিচ্ছবি পাওয়া যাচ্ছে। একইসাথে ছবিগুলোর রঙের ব্যবহারও লক্ষণীয়। অর্থাৎ শিশুটি তার অভিজ্ঞতালব্ধ জগতকে বা যেভাবে সে কোনো বিষয়কে অনুধাবন করে তাই তাঁর সৃজনশীল অঙ্কনের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করে।

ক্রমান্বয়ে শিশু আরও সচেতনভাবে সৃষ্টি করতে শেখে এবং রেখাচিত্র, কাঠিচিত্র তার কাছে অপ্রতুল মনে হয় এবং এক পর্যায়ে শিশু আরও বেশি অভিব্যক্তি প্রকাশক ছবি আঁকতে চেষ্টা করে যাতে সে তার বস্তু বা জগৎ সম্পর্কিত বোধের পরিপূর্ণ প্রকাশ করতে পারে। উল্লেখ্য যে শিশুর পর্যায়ভিত্তিক চিত্রাঙ্কন বিষয়ক যেকোন গবেষণা প্রবন্ধে এ বিষয়গুলো পাওয়া যায়।[১৭] বর্তমান গবেষণার প্রাপ্ত উপাত্তে(খ) দেখা গেছে শিশু তার মন খারাপ এবং বকা খাচ্ছে এমন অভিব্যক্তিও ছবিতে প্রকাশ করতে পারে।

আবার, শিশুর আঁকা ছবিতে ব্যবহৃত রং, মাধ্যম বা ছবির বিন্যাস, সবটুকুই থাকে নির্বাচিত। শিশুর (৭ বছর) একটি ছবিতে দেখা গেছে দুটি গাছ, যার একটি কালো অন্যটি বাদামি রং। এর ব্যাখ্যাস্বরূপ শিশুটি বলেছে যে একটি গাছে পানি দেওয়া হয়নি, শুকিয়ে যাচ্ছে, তাই কালো রং দেওয়া হয়েছে; এই ছবিতে একটি ঘরকেই তিনরকম রং দেওয়া হয়েছে যা তার পছন্দের সব কয়টি রঙের সমাহার। প্রাকৃতিক দৃশ্য আঁকতে গিয়ে একটি শিশু (৯ বছর) এবং অপর শিশু (৮ বছর) দুটো ভিন্ন রঙের ব্যবহার করেছে। একজন দেখিয়েছে লাল আকাশ, কালো পাহাড় অন্যজন নীল আকাশ, কালো পাহাড় (ছবিমালা- ঙ দ্রষ্টব্য)। ব্যাখ্যা হিসেবে পাওয়া গেছে তাদের প্রত্যক্ষণ করা সূর্যাস্তের সময়ের আকাশের লাল আভা এবং রাতের অন্ধকারাচ্ছন্ন আকাশ আর কালো পাহাড়ের রূপ তারা এঁকেছে (ছবি- ঙ দ্রষ্টব্য)।

শিশুদের ছবি উপাত্ত লক্ষ করে কয়েকটি ধারায় সেগুলোকে উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে, যেমনঃ নিজের অভিজ্ঞতালব্ধ, নির্দেশিত, কল্পনাশক্তির ব্যবহার ইত্যাদি। তেমনি একটি হলো 'যেমন খুশি তেমন আঁকো' বা 'তোমার ইচ্ছেমতো আঁকো'; এটি মূলত শ্রেণিকাজের অংশ হয় অথবা শিশুকে

ব্যস্ত রাখতে কর্মরত মা অনেক সময় শিশুর পছন্দ মতো ছবি আঁকতে বলেন। উপাত্ত সংগ্রহের সময় এমন অনেক ছবিই সংগ্রহ করা হয়েছে, যেখানে দেখা গেছে 'অঙ্কন বই'-তে আঁকা আছে তবে রং করা নেই, এমন একই ছবি দুটি শিশু ভিন্ন আঙ্গিকে রং করেছে। যে ছবি দুটো শিশুরা স্কুলে কেবল রং করেছে, সেখানেও তাদের সৃষ্টিশীলতা এবং জগৎ সম্পর্কিত বোধের সমন্বয় ফুটে উঠেছে। আবার, একটি ছবিতে দেখা গেছে শিশু (১০ বছর) এঁকেছে দরজার চাবির ফুটোর ভেতর দিয়ে ঘরের বাইরের দৃশ্য দেখা যাচ্ছে (ছবি-চ দ্রষ্টব্য), যেখানে রয়েছে তাদের বাসার অপর পাশের বাড়ি এবং রাস্তার ছবি; চাবির ফুটো দিয়ে বাইরে দেখার যে অনুভূতি এবং সেটা যে শিশুকে অণুপ্রাণিত করেছে এবং এমন একটি অভিনব বিষয় শিশু তার অঙ্কন প্রতিভার মাধ্যমে সংজ্ঞাপিত করতে পেরেছে তা নিঃসন্দেহে তার উন্নত বোধশক্তি ও বুদ্ধিমত্তাকে উপস্থাপিত করে। একটি শিশু (৭ বছর) তার ছবিতে একজন সবজি-বিক্রেতাকে এঁকেছে যে চোখে রোদ চশমা পরে আছে। একজন সবজি বিক্রেতাকে সাধারণত রোদ চশমা পরতে দেখা যায় না; শিশু তার অঙ্কনের বর্ণনা দিয়ে বলেছে 'আঙ্কেলের তো চোখে রোদ লাগে হাঁটার সময়'। শিশুটির বাবা বাইরে বের হলেই রোদ চশমা পরেন যা সে লক্ষ করেছে এবং ছবির ভাষায় সংজ্ঞাপিত করেছে তার অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান এবং একইসাথে তার এ উপস্থাপন তার মানবিক আবেগ ফুটিয়ে তুলেছে।

শিশুদের ছবি বিশ্লেষণ করে যে বিষয়টি সহজেই লক্ষ করা যায় তা হলো, একটা পর্যায়ে শিশুর অঙ্কিত ছবি অনেক বেশি পরিণত এবং সংগঠিত হয়ে যায়; উপাত্ত-চ এবং ছ-তে অন্তর্ভুক্ত ছবিগুলোতে তার প্রমাণ রয়েছে, যেমন– শিশুর ব্যাখ্যা অনুসারে নীল রংটি একটি দেয়াল এবং গোলাপি রং হচ্ছে একটি গোলাপ ফুল। গোলাপ ফুলটি এখনো ফোটেনি, হালকা গোলাপি অংশটি পাপড়ির ওপরের অংশ, আর ঘন গোলাপি অংশে সব পাপড়ি একসাথে জমে আছে তাই এই অংশের রং গাঢ়। এখানে শিশু তার পরিপক্ব বোধ এবং সৃষ্টিশীলতার পরিচয় দিয়েছে। অথবা অন্য ছবিতে গাছ কেটে ফেললে পৃথিবী কেমন ক্ষতিগ্রস্ত হবে বা বর্ষাকালে প্রকৃতি কেমন রূপ ধারণ করে তা ছবির ভাষায় ফুটিয়ে তুলতে হলে বোধ, কল্পনাশক্তির পাশাপাশি সংগঠিত করার তীক্ষ্ণ দক্ষতাও থাকতে হয়।

সর্বশেষ শ্রেণিভুক্ত ছবিগুলোর প্রতিটির গূঢ়ার্থ রয়েছে, দেখা যাচ্ছে দেশ স্বাধীন করে দিন শেষে (ডুবন্ত সূর্যের লাল রঙের প্রতিফলন) ফিরে আসা মুক্তিযোদ্ধা অথবা হানাদার বাহিনীর সাথে সশস্ত্র সমরের চিত্র। এছাড়া একটি ছবি রয়েছে বেশ বৈচিত্র্যপূর্ণ; যেখানে নীল রং শিব ঠাকুরকে বোঝাচ্ছে আর হলুদ ব্যবহৃত হয়েছে দেবী পার্বতীকে বোঝাতে। দেবতা শিব এবং পার্বতী যে বিয়ের সম্পর্কে আবদ্ধ হয়ে এক হয়ে গেছেন এটা বোঝাতে একসাথে আঁকা হয়েছে ছবিটি। তাঁদের দুজনের একসাথে মিলে যাওয়ার মাধ্যমে একটা নতুন রূপের জন্ম হয়েছে (তবে নতুন রূপ বলতে ঠিক কি বুঝেছে সেটা শিশু ভালোভাবে বলতে পারেনি)। মুখের ভাষার অনুপস্থিতে মনের ভাব প্রকাশের এত সুশৃঙ্খল পদ্ধতি উপস্থাপন করা সম্ভব হয়েছে শিশুদের চিত্রাঙ্কন বিশ্লেষণের মাধ্যমেই।

এছাড়াও, অঙ্কিত ছবি তুলে ধরতে পারে শিশুর মানসিক অবস্থা। গাঢ়, হালকা, পূর্ণাঙ্গ-অসম্পূর্ণ রং, ছবির বিষয় ইত্যাদি দেখে বোঝা যেতে পারে শিশুটি কী অনুভব করছে। গবেষণায় দেখা গেছে শিশুদের ব্যবহৃত রং– ট্রমা, ডিপ্রেশন, ভয়-উত্তেজনা এবং অন্যান্য মানসিক অস্থিরতার প্রমাণ দিতে পারে।[১৮] বর্তমান গবেষণা উপাত্তে দেখা গেছে একটি শিশু (৫ বছর) আইসক্রিম এঁকেছে যেখানে সে খয়েরি, নীল ও লাল রঙের 'চকোলেট' এঁকেছে আইসক্রিমের ওপর; শিশুটি বলেছে যে, এত রঙের চকোলেট হয় সে দেখেছে, তাই এঁকেছে। তার পছন্দের রংগুলো একইসাথে ব্যবহার করে সে তার মনের আনন্দ সংজ্ঞাপিত করেছে; পূর্বে উল্লেখিত অনেক রঙের ব্যবহার বা মন খারাপ প্রকাশক ছবিগুলোও শিশুর মানসিক পরিস্থিতি উপস্থাপন করেছে। আবার একটি ছবিতে শিশু (১০ বছর) কাঠিচিত্রের মতো করে ফুল গাছ এঁকেছে যাতে কোনো পাতা নেই, শুধু ডাল ও ফুল আঁকা। জানা গেছে যে শিশুটি বিশদভাবে ছবি আঁকতে বা সূক্ষ্ম বিবরণ দিতে পছন্দ করে না, সে চায় দ্রুত ছবি আঁকা শেষ করতে। এ প্রবণতা ফুটিয়ে তোলে তার মানসিক অস্থিরতা এবং চারিত্রিক চঞ্চলতা। এই শিশুটিই মাধ্যম হিসেবে কাঠ-রং পেন্সিল বা ক্রেয়নের চাইতে জলরং বেশি পছন্দ করে। সে বলেছে পানি মিশিয়ে জলরং করলে ছবির সাদা কাগজ দ্রুত ভরিয়ে তোলা যায়। এ থেকে তার ধৈর্যশীলতা সম্পর্কেও আন্দাজ করা যায়। যদিও ১০ বছরের একটি বাচ্চা ছবি আঁকার কাঠামোগত বা স্কেমেটিক পর্যায়ে থাকে এবং তার ছবির ভাষায় জগৎ প্রকাশের দক্ষতা অনেকটাই সুসংগঠিত থাকে।

উল্লেখ্য যে, শিশুর অঙ্কন প্রতিভা প্রতিফলিত হবার নির্দিষ্ট বয়স সীমা আছে।[১৯] তাছাড়াও লিঙ্গভেদে ছেলে বা মেয়ে শিশুর অঙ্কিত ছবি বিশ্লেষণ বিষয়ক আলোচনাও পাওয়া যায়।[২০] যেসব শিশুর আঁকা ছবি এ গবেষণায় ব্যবহার করা হয়েছে, তাদেরও রয়েছে বয়স ও লিঙ্গ পার্থক্য এবং এর সাথে তাদের ছবি আঁকাও আলাদাভাবে বৈশিষ্ট্যান্বিত। লক্ষণীয়, বোধের বিকাশ যে বয়সভেদে ভিন্ন হয় এবং তার সাথে শিশুর সৃজনশীলতার সর্ম্পক বিশ্লেষণ, সেটাই শুধু এ প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বলে সংগত কারণেই এ বিষয়ের প্রতি অধিক দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। তবে লিঙ্গ এবং বয়স ভিন্নতায় বিস্তারিতভাবে শিশুর অঙ্কন বিশ্লেষণ নিঃসন্দেহে একটি আকর্ষণীয় গবেষণাক্ষেত্র; ফলে ভবিষ্যৎ অনুসন্ধানে এই বিষয় দুটি অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব।

৪. ফলাফল

একটি অঙ্কিত ছবি মূলত একটি প্রকৃত বস্তুরই প্রতিফলন। তাই একটি শিশুর অঙ্কন বিকাশ একরকম চ্যালেঞ্জ যা মূলত তার নিজের সাথে নিজেরই বলা যেতে পারে। বস্তু জগতের কোনো বিষয়ের প্রতীকী উপস্থাপন করতে হলে তাকে একদিকে যেমন বস্তুর মূর্ত বৈশিষ্ট্য তুলে ধরতে হবে, অন্যদিকে শিশুর বিশ্ববীক্ষণ ও ছবির বিমূর্ত প্রতিফলনও ফুটিয়ে তুলবে তার বোধ, ভাষা, মনস্তাত্ত্বিক বিকাশ। তবে শুধু যে শিশুদের অভ্যন্তরীণ বিকাশ ছবির মাধ্যমে উপস্থাপিত হয় তা-নয়; তার মোটর দক্ষতা, হাত-চোখের সমন্বয় (co-ordination) এসব শারীরিক বৈশিষ্ট্য বিকাশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যমও হচ্ছে অঙ্কন।

প্রতিটি শিশুই পর্যায়ভিত্তিক অঙ্কন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যায়, যেমনঃ রেখাচিত্র, অনুকরণ, নিজস্ব সৃষ্টিশীলতা ইত্যাদি। কিছু শিশুর ছবি আঁকার প্রতিভা শুরু থেকেই বিকশিত থাকে, অর্থাৎ তার বোধ এবং ছবির মধ্য দিয়ে বস্তুজগৎকে উপস্থাপন করার উন্নত দক্ষতা থাকে, তার অঙ্কিত প্রাথমিক পর্যায়ের ছবিগুলোতেই তার প্রমাণ মেলে। আবার একই শিশুই বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে বিষয় নির্বাচন, ছবির বিন্যাস, রং নির্বাচনের ক্ষেত্রে অনেক বেশি বিন্যস্ত ও সুসংগঠিত হয়; আবার কোনো শিশু প্রথমদিকে ছবি আঁকলেও দেখা যায় যে পরে আর তা ধরে রাখেনি বা ছবি আঁকতে শিশুটি আর পছন্দ করছে না। এক্ষেত্রে বাবা-মা অথবা স্কুল শিক্ষকও তাকে আবার অনুপ্রাণিত করতে পারেনি ।

নিচের ছবি দুটি পূর্বে উপস্থাপিত (রেখাচিত্র এবং মন খারাপ ছবি দ্রষ্টব্য) শিশুদের আঁকা লক্ষ করে দেখা গেছে যে একটি শিশু (বর্তমান বয়স ১২) এখন পূর্বের তুলনায় বেশি সূক্ষ্মভাবে ছবি আঁকছে এবং অন্য শিশুটি (বর্তমান বয়স ১৩) সরাসরি ছবির ধারা পরিবর্তন করে স্কেচিং করছে।

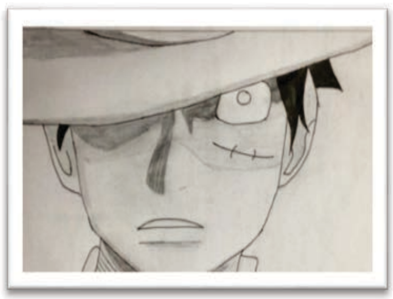

৪.১. শিশুর অঙ্কনে বোধ ও সৃজনশীলতার সমন্বয়

শিশুদের অঙ্কিত ছবির নিজস্ব সংগঠন এবং ব্যাখ্যা থাকে। আপাত দৃষ্টিতে কাগজে আঁকা কিছু বিচ্ছিন্ন দাগ মনে হলেও রং, কাগজ, অঙ্কন উপকরণ বা বিষয় বিন্যাস, সবকিছুই তারা কোনো নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেই নির্বাচন করে (প্রাক-প্রাথমিক রেখা বা scribbles বাদ দিয়ে)। উদাহরণ হিসেবে দেখা যায়, কাঠিচিত্রের মাধ্যমেও শিশু ললিপপ, গাড়ি এসব বোঝাতে পেরেছে। আবার, একটি শিশু এঁকেছে সবুজ এবং নীল পাহাড় এবং বাদামি রঙের মেঘ; শিশুটিকে জিজ্ঞেস করে জানা গেল আকাশের নীল ছায়া পাহাড়ে পড়েছে এবং বৃষ্টি আসবে তাই মেঘ বাদামী (বা কালচে) রঙের। এছাড়াও সবুজ তার প্রিয় রং বলেও বিভিন্ন জায়গায় সবুজ রং দিয়েছে বলে শিশুটি উল্লেখ করেছে। শিশুদের ছবির ক্ষেত্রে প্রকৃত বস্তু বা জগৎ দেখতে কেমন, তার চেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করে শিশু কেমন ভাবে জগৎটাকে অনুধাবন করে। প্রতিটি শিশুর অঙ্কিত ছবিই তার বিশ্ববীক্ষণ। একটি ছবিতে ব্যবহৃত দাগ, দাগের গাঢ়তা, রঙের পরিপূর্ণতা থেকে শিশুর মানসিকতা এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যও অনুধাবন করা যায়, যেমন– পেন্সিলের হালকা ছাপ, অসম্পূর্ণ রং করার প্রবণতা, মানুষ বা পাখি কাঠির মতো করে আঁকা থেকে বোঝা যায় শিশুটি চঞ্চল, অস্থির। অন্যদিকে একটি পরিপূর্ণভাবে রং করা, স্পষ্ট ছবি শিশুর স্থিরতা, ধৈর্যশীলতার

পরিচায়ক। 'যেমন খুশি তেমন আঁকো'– একটি নির্দেশিত ছবি আঁকার পদ্ধতি যা সাধারণত স্কুলে শিক্ষক শিশুদের সৃজনশীলতা বিকাশের জন্য দিয়ে থাকেন। উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা গেছে শিশুরা এ পদ্ধতি খুবই পছন্দ করে কারণ সে যা এতদিন আঁকতে পারেনি বা তার অব্যক্ত চিন্তাগুলো এখানে প্রকাশ করতে পারে। এতে শিশুর বোধ ও বুদ্ধিমত্তর পূর্ণ বহিঃপ্রকাশ দেখা যায়।

শিশুর আঁকা যেকোনো বিষয়ভিত্তিক (মুক্তিযুদ্ধ, পহেলা বৈশাখ, ফুটবল ম্যাচ, গ্রামের মেলা) ছবি দেখলে শিশুর বোধের বিকাশ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়, একইভাবে কোনো সংস্কৃতি নির্ভর অনুষ্ঠান একটি শিশু যেভাবে প্রত্যক্ষণ করে সেভাবেই চেষ্টা করে কাগজে উপস্থাপন করতে, যেমন: নিচের ছবিতে আমেরিকা বেড়াতে যাওয়া একটি বাঙালি শিশুর চোখে ফিফা বিশ্বকাপের একটি ছবি দেওয়া আছে, ছেলেটি তার আসন থেকে গোল পোস্টে যেভাবে বল ঢুকতে দেখেছে তা ফুটিয়ে তুলেছে। একইসাথে আরেকটি শিশু তার স্কুলের মাঠে দেখা ফুটবল ম্যাচের ছবি এঁকেছে।

উল্লেখ্য যে, কোনো ছবিকেই বেশি সুন্দর, সঠিক, পরিপক্ব এভাবে মূল্যায়ন করার সুযোগ নেই; কারণ শিশুদের আঁকা ছবির কখনও ভুল-ত্রুটি বিচার বা পরিমাপ করা উচিত নয়। যে শিশু তার পারিপার্শ্বিক জগৎকে যেভাবে দেখে, যেভাবে তার বোধের সাহায্যে বাস্তবতাকে অনুধাবন করে, সেভাবেই সে কাগজে সৃজনশীলতার মাধ্যমে ছবি উপস্থাপন করে ।

একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছবি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে উল্লেখ করতেই হয়, তা হলো যেহেতু শিশুর বিশ্ববীক্ষণ, প্রত্যক্ষণ মূলত তার সংস্কৃতি বা প্রতিবেদননির্ভর, তাই পরিবার, স্কুল ও শিক্ষকের রয়েছে এই প্রতিভা বিকাশের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ভূমিকা। ২০০১ সালে সম্পাদিত একটি গবেষণায় দেখা গেছে জাপানি শিশুর আঁকা ছবি বড় আকারের ও বেশি সূক্ষ্ম বিবরণ থাকে; অন্যদিকে আমেরিকান শিশুর ছবিতে হাসিমুখ আঁকা হয় বেশি। গবেষক দেখিয়েছেন সামাজিক বিভিন্ন

উপাদান (factors) এখানে ভূমিকা পালন করেছে।[২১] তেমনি ফুটবল ম্যাচের ছবিতেও স্থানীয় পরিবেশ ভূমিকা পালন করেছে।

ওপরের তথ্যগুলো সংক্ষেপ করে বলা যায়, যেহেতু শিশুর বোধ ও বুদ্ধিমত্তা প্রতিফলিত হওয়ার একটি মাধ্যম শিশুর অঙ্কিত ছবি, তাই ছবি বিশ্লেষণ করলে জানা যায় শিশু কীভাবে বাইরের জগৎকে অনুধাবন করে বা কেমন তার বিশ্ববীক্ষণ! একই বয়সী শিশু একইভাবে একই বিষয় দেখলেও দেখা গেছে তাদের আঁকা ছবি অনেকটাই আলাদা হতে পারে। আবার কোনো শিশু একটা বিষয়কে এতটাই খুঁটিনাটিসহ আঁকতে পারে যা বাস্তব জগতের হুবহু প্রতিচ্ছবি বলে মনে হয়। এছাড়াও একটি শিশু চরিত্রগতভাবে শান্ত, স্থির, অস্থির, চঞ্চল অথবা মানসিকভাবে স্বতঃস্ফূর্ত নাকি চাপের সম্মুখীন তাও বোঝা যায় ছবি দেখে। শিশু ছবির ভাষায় প্রকাশ করে তার অব্যক্ত কথা, মনের অনুভূতি এমনকি রাগ ও দুঃখের মতো গভীর আবেগও। কারণ ছবি আঁকা তার জন্য যোগাযোগের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। তাই চিত্রাঙ্কন বিশ্লেষণ নিঃসন্দেহে একটি আকর্ষণীয় গবেষণার বিষয় যা শিশুদের বোধের বিকাশের সাথে সৃজনশীলতার পারস্পরিক সম্পর্ক তুলে ধরতে পারে।

উপসংহার

শিশুদের অঙ্কন এক প্রকার উপস্থাপনামূলক (representational) বিকাশের মাধ্যম। একটি শিশুর মস্তিষ্কের বিকাশ যেমন তার মৌখিক ভাষাকে প্রভাবিত করে, তেমনি ছবির ভাষাও প্রভাবিত হয় মোটর দক্ষতা, বোধ, বুদ্ধিমত্তার মতো গুরুত্বপূর্ণ দৈহিক ও মানসিক বিকাশের মাধ্যমে। বর্তমান গবেষণায় শিশুর আঁকা ছবির সাথে তার বোধ, সৃজনশীলতা বা সংজ্ঞাপন দক্ষতার প্রভাব এবং সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা হয়েছে, দেখা গেছে– শিশুর বিকাশে মৌখিক এবং লিখিত ভাষা বিকাশের মতোই একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে ছবির ভাষা। একটি ছবি বলে দিতে পারে শিশুর অনেক অব্যক্ত কথা, মানসিক অবস্থা, সমাজ-বিশ্ববীক্ষণ এবং তার বোধ ও বুদ্ধিমত্তার বিকাশ সম্পর্কে। শুধু যে দৈহিক বিকাশ বা শিশু মনস্তত্ত্ব বোঝা যায় ছবি বিশ্লেষণে তা নয়, সাধারণভাবে একটি শিশুর সার্বিক পরিকল্পনা ও বিন্যাস করার ক্ষমতারও প্রতিফলন হতে পারে এ বিষয়ক অধ্যয়নে। যখন একটি শিশুর ছবিকে ধরে নেয়া হবে তার যোগাযোগ উপস্থাপনের একটি ভাষা হিসেবে, তখন অবশ্যই ছবির ক্ষুদ্র অংশ থেকে পূর্ণাঙ্গ রূপ পর্যন্ত ছবিটির সব কয়টি পর্যায় (যেমনঃ রং, দাগ, বিষয় নির্বাচন, বিন্যাস, বাস্তব অভিজ্ঞতা) সব কিছুই বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

শিশুদের বোধের বিকাশ অধ্যয়ন অনেক জ্ঞানশাখার ক্ষেত্রেই কার্যকরী, বিশেষ করে শিক্ষাক্ষেত্রে। এ বিষয়ক গবেষণার অনেকগুলি সম্ভাব্য পদ্ধতি রয়েছে, তার মধ্যে একটি শিশুর আঁকা ছবির মূল্যায়ন, যা তাদের প্রতিনিধিত্বমূলক জগৎ ও বোধের একটি দরজা উন্মুক্ত করে দিতে পারে। অঙ্কন এক ধরনের স্বতন্ত্র অভিব্যক্তি হলেও এটি যোগাযোগের একটি বলিষ্ঠ মাধ্যমও হতে পারে। সব শিশুর বোধ বিকাশের একটি ক্রম থাকে এবং এটি মানসিক বিকাশ, মনোসামাজিক বিকাশ এবং উপলব্ধির বিকাশের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত। শিশুদের প্রাথমিক পর্যায়ে বিমূর্ত ভাষাগত অভিব্যক্তি প্রকাশের জন্য পর্যাপ্ত দক্ষতা তৈরি না হলেও, অঙ্কনের মতো প্রতীকী মাধ্যম ব্যবহার

করে তারা যোগাযোগ রক্ষা করে; যা তাদের দক্ষতা তৈরির পাশাপাশি, বোধ, অনুধাবন ক্ষমতা এবং সৃজনশীলতাও বৃদ্ধি করে এবং এটি তার সার্বিক বিকাশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ।

পরিশেষে বলা যায়, একটি শিশুর অভ্যন্তরীণ বিকাশ, তার ভেতরের বোধ, অব্যক্ত চিন্তা, অভাষিক অভিজ্ঞতাগুলোকে উপলব্ধি করতে হলে অঙ্কিত ছবি বিশ্লেষণ একটি অত্যন্ত কার্যকর ও গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। বর্তমান গবেষণায় উপাত্ত বিশ্লেষণ পদ্ধতির সাহায্যে চেষ্টা করা হয়েছে বাঙালি কিছু শিশুর অঙ্কিত ছবি বিশ্লেষণ করে এর সাথে জড়িয়ে থাকা বিকাশ, বোধ, বৃদ্ধি, সৃজনশীলতা, মোটর দক্ষতা বা সংজ্ঞাপন দক্ষতার স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে। প্রাপ্ত ফলাফল সাধারণভাবে শিশুদের বিকাশকে প্রতিফলিত করেছে এবং চারপাশের বিশ্বকে শিশু কীভাবে প্রত্যক্ষণ ও অনুধাবন করছে এবং কীভাবে তার সৃজনশীলতার মাধ্যমে ছবির ভাষায় ব্যক্ত করছে সেই অভিজ্ঞতা সম্পর্কেও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদান করতে সক্ষম হয়েছে। তবে, নির্দিষ্ট শিশুকে লক্ষ করেও এ গবেষণা করা সম্ভব যা আরও সুনির্দিষ্ট ফলাফল তুলে ধরতে সক্ষম হবে; বয়স ও লিঙ্গভিত্তিক ছবি বিশ্লেষণ অথবা একটি শিশুকেই দীর্ঘ মেয়াদি (longitudinal study) অধ্যয়ন করারও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা রয়েছে। আবার এটি একটি গুণগত বিশ্লেষণ হলেও সংখ্যাগত পদ্ধতিতেও এ বিষয়টি গবেষণা করা যেতে পারে। সময়, উপযোগিতা (convenience), ব্যক্তিগত কিছু সীমাবদ্ধতা ইচ্ছা থাকলেও এ গবেষণার উপাত্ত সংগ্রহকালীন এড়িয়ে চলা যায়নি, যা গবেষণার গতি এবং উপাত্ত সংগ্রহের প্রক্রিয়াকে কিছুটা হলেও ব্যাহত করেছে।

শিশু আঁকে যা তার অভিজ্ঞতালব্ধ, যা তাকে আকৃষ্ট করে এবং বোধের বিকাশের সাথে যা সামঞ্জস্যপূর্ণ। শিশুর বিকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় তার চিত্রাঙ্কন বিশ্লেষণের মাধ্যমে শিশুর বোধ ও সৃজনশীলতার যে সমন্বয় তা যেমন এ প্রবন্ধে উপস্থাপিত হয়েছে তেমনি প্রতিটি শিশুই তার নিজস্ব অবস্থান থেকে যে অনন্য তাও পুনরায় উপলব্ধ হয়েছে। ভবিষ্যৎ গবেষণার জন্যও এটি হতে পারে গুরুত্বপূর্ণ এবং একই সাথে আকর্ষণীয় একটি আলোচনা ক্ষেত্র।

তথ্যনির্দেশ

১. E. Burkitt *et al.*, 'Drawings of emotionally characterised figures by children from different educational backgrounds', *International Journal of Art and Design Education*, Vol. 24, 2005, pp. 71–83

২. A.H. Dyson, 'Multiple worlds of child writers: Friends learning to write', New York: Teachers College Press, 1989, p. 318

৩. J. H. Di Leo, 'Interpreting children's drawings', UK: Routledge, 2013

৪. Viktor Lowenfeld & Lambert W. Brittain, 'Creative and Mental Growth', New York: Prentice Hall, 1987

৫. *Ibid*

৬. G. V. Thomas & A. M. J. Silk, 'An introduction to the psychology of children's drawings,' UK: Harvester Wheatsheaf, 1990

৭. Rhoda Kellogg, 'Analyzing children's art', CA: Mayfield Publishing Company, 1970

৮. Ian Brown, 'A cross-cultural comparison of children's drawing development,' *Visual Arts Research*, V.18(1), 1992, pp. 15-20

৯. নাসিমা রহমান, 'শিশুদের অঙ্কন ও মানসিক অবস্থা: একটি মনোবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ', *বাংলাদেশ মনোবিজ্ঞান পত্রিকা*, খণ্ড ৪(১), ২০১৭, পৃ. ১২-২৫

১০. রুমা চক্রবর্তী, 'শিশুদের অঙ্কনের মাধ্যমে তাদের সামাজিক ও পারিবারিক সম্পর্কের প্রতিফলন', *বাংলা মনোবিজ্ঞান পত্রিকা*, খণ্ড ৫(২), ২০১৮, পৃ. ৩৫-৪৭

১১. সত্যব্রত রায়, 'বাঙালি শিশুদের অঙ্কনে সংস্কৃতির প্রতিফলন', *মানববিদ্যা জার্নাল*, খণ্ড ১১(৩), ২০১৯, পৃ. ৫৫-৭০

১২. সুপর্ণা ঘোষ, 'শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্যে অঙ্কনের ভূমিকা: চিত্রকলা থেরাপি', *বাংলাদেশ মনোবিজ্ঞান সংকলন*, খণ্ড ৬(১), ২০২০, পৃ. ২১-৩৫

১৩. ফারজানা করিম, 'শিশুদের শিল্প শিক্ষার গুরুত্ব: বাংলাদেশি শিক্ষাব্যবস্থায় শিশুদের অঙ্কনের ভূমিকা', *বাংলাদেশ শিক্ষা ও গবেষণা পত্রিকা*, খণ্ড ৯(২), ২০১৮, পৃ. ৩৫-৫০

১৪. S. Restoy *et al.,* 'Draw yourself: How culture influences drawings by children between the ages of two and fifteen', *Frontiers in Psychology*, Vol. 13, 2022, pp. 940617

১৫. B. Edwards *et al.,* 'A critical review of the early childhood literature', *Melbourne: Australian Institute of Family Studies*, 2016

১৬. Viktor Lowenfeld & Lambert W. Brittain, 'Creative and Mental Growth', New York: Prentice Hall, 1987

১৭. Z. D. B. Permatasari, & Z. Zulkarnaen, 'Analysis of the drawing stages of children aged 5-6 years', *Early Childhood Research Journal (ECRJ)*, Vol. *5*(2), 2022, pp. 44-50

১৮. C. L. Milne & P. Greenway, 'Color in children's drawings: The influence of age and gender', *The Arts in Psychotherapy*, Vol. 26(4), 1999, pp. 261-263

১৯. S. Sadia & Z. A. Ali, 'Expression beyond Words: An Analysis of Human Figure Drawing of Children and Adolescents with ADHD', *Bahria Journal of Professional Psychology*, Vol. 20(1), 2021

২০. W. J. Chen, & L. A. Kantner, 'Gender differentiation and young children's drawings', *Visual Arts Research*, Vol. 22, pp. 44-51

২১. La Voy *et al.,* 'Children's Drawings: A Cross-Cultural Analysis from Japan and the United States', *School Psychology International*, Vol. 22(1), 2001, pp. 53-63